DOI: http://dx.doi.org/10.58666/iab.v18i71-72.230

Islami Ain O Bichar
Vol. 18, Issue: 71-72, 2022
July-Sept., Oct.-Dec. 2022

ISSN:1813-0372, E-ISSN:2518-9530
submission: 2022-10-26
Published: 2022-12-21

যৌন হয়রানি ও ইসলামী আইনে এর প্রতিকার : বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত

Sexual Harassment and Its Remedies in Islamic Law : Bangladesh Perspective

Md. Ziaur Rahman*

ABSTRACT

Islam, as an ideology, philosophy and complete code of life, ensures the freedom and security of mankind. It provides the well-defined guidelines to keep the humanity pure and protected from all kinds of moral degradation and sins and impurity. A person with good morals can never harm others. The main goal of Islam is to build an ideal society by improving the moral character of mankind. In Islam, all forms of unregulated sexual behavior including extramarital sex, homosexuality, sexual harassment, rape, have been declared completely prohibited. Adultery and rape are ugly vices in any social life. Islamic discipline is the best way to prevent uncontrolled sexual behavior. This article attempts to prove with the Qur'an and Sunnah based evidences and logical discussion that true peace lies in the proper maintenance of Islam. The article also proves that the safety of women folks is a highly important issue in the concerned Islamic law as a whole. Descriptive, analytical and comparative methods have been followed in preparing the article.

Keywords: Sexual Harassment; Islamic Law; Prevention of Sexual Harassment; Remedy of Sexual Harassment.

সারসংক্ষেপ

ইসলাম একটি আদর্শ, দর্শন এবং পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান, যা মানবজাতির স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে মানবকে সর্বপ্রকার নৈতিক অধঃপতন, অবক্ষয়, পাপ ও অপবিত্রতার পঙ্কিলতা হতে সম্পূর্ণ নিষ্কলুষ ও পবিত্র রাখতে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান করে। একজন উন্নত নৈতিকতাসম্পন্ন মানুষ দ্বারা কখনো অপরের অনিষ্ট হতে পারে না। মানুষের নৈতিক চরিত্র উন্নত করার মাধ্যমে আদর্শ সমাজ গঠন ইসলামের মূল লক্ষ্য। ইসলামে বিবাহ বহির্ভূত যৌনাচার, সমকামিতা, যৌন হয়রানি, ধর্ষণসহ সকল প্রকারের অনিয়ন্ত্রিত যৌনাচারকে সম্পূর্ণরূপে হারাম ঘোষণা করেছে। যিনা-ব্যভিচার ও ধর্ষণ

* Dr. Md. Ziaur Rahman is an Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Leading University, Sylhet, Bangladesh. E-Mail: ziaur-rahman@lus.ac.bd

সমাজ জীবনে কদর্য পাপাচার। ইসলামী অনুশাসনই হতে পারে অনিয়ন্ত্রিত যৌনাচার প্রতিরোধের সর্বোত্তম পন্থা। আলোচ্য প্রবন্ধটিতে কুরআন-সুন্নাহের দালিলিক ও যৌক্তিক উপস্থাপনার ভিত্তিতে এ কথা প্রমাণের প্রয়াস চালানো হয়েছে যে, ইসলামী জীবন বিধানের যথাযথ অনুসরণেই প্রকৃত শান্তি নিহিত। প্রবন্ধটিতে আরো প্রমাণ করা হয়েছে যে, সার্বিক বিবেচনায় ইসলামী আইনে নারী জাতির নিরাপত্তার বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। প্রবন্ধটি প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে বর্ণনা, বিশ্লেষণ ও তুলনামূলক পর্যালোচনা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

মূলশব্দ : যৌন হয়রানি; ইসলামী আইন, যৌন হয়রানির প্রতিরোধ, যৌন হয়রানির প্রতিকার

ভূমিকা

মহান আল্লাহ আদম ও হাওয়া আ. থেকে সমগ্র মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন। নারী ও পুরুষ উভয়েই মহান আল্লাহর প্রতিনিধি এবং মানবজাতির দুইটি অপরিহার্য অঙ্গ। বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নারী-পুরুষের প্রয়োজনীয় সকল অধিকার নিশ্চিত করে সার্বিক নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেছেন। সর্বজনীন জীবনব্যবস্থা হিসেবে মানবসমাজকে সর্বপ্রকার নৈতিক অধঃপতন, অবক্ষয়, পাপ ও অপবিত্রতার পঙ্কিলতা হতে সম্পূর্ণ নিষ্কলুষ ও পবিত্র রাখতে ইসলামে রয়েছে সুনির্দিষ্ট ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা। এসব নির্দেশনা যথাযথ অনুসৃত না হওয়ায় যৌন হয়রানি বাংলাদেশে একটি বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। রাস্তাঘাটে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, কর্মস্থলে, যানবাহনে মেয়েদের পাশাপাশি ছেলেরাও যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছে। অনেকেই যৌন হয়রানির শিকার হয়ে আত্মহত্যা করছে। অনেককেই লেখা-পড়া বন্ধ করতে হচ্ছে। এহেন পরিস্থিতিতে বর্তমান সামাজিক বাস্তবতায় বিভিন্ন আঙ্গিক বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার মাধ্যমে যৌন হয়রানির কারণ নির্ণয়, যৌন হয়রানির ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টিসহ অনিয়ন্ত্রিত যৌনাচার ও যৌন হয়রানি প্রতিরোধের প্রয়াসেই এ প্রবন্ধ। আলোচ্য প্রবন্ধে যৌন হয়রানির চিত্র, যৌন হয়রানি প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

যৌন হয়রানির পরিধি ও ব্যাপকতা

যৌন হয়রানি বা নিপীড়ন আক্রমণাত্মক আচরণের বহিঃপ্রকাশ। এটা সাধারণত সেই সকল আচরণকে বোঝায়, যা দ্বারা কাউকে পীড়া দেওয়া বা ভীতিপ্রদর্শনের মাধ্যমে অনাকাঙ্ক্ষিত যৌনতার দিকে অগ্রসর করার হীন প্রচেষ্টা করা হয়। নিম্নে যৌন হয়রানির পরিচয় তুলে ধরা হলো:

যৌন শব্দটি বিশেষণ। এর আভিধানিক অর্থ যোনি সম্পর্কিত; যোনিগত, নারী-পুরুষের সঙ্গম সম্পর্কিত, নারী-পুরুষের বিবাহ ঘটিত সম্বন্ধ। আর হয়রানি শব্দটি বিশেষ্য। এর আভিধানিক অর্থ হয়রান হওয়ার ভাব; বিব্রতকর অবস্থা ইত্যাদি (Haque 1992, 1015 & 1193)।

যৌন হয়রানি শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ Sexual harassment। এটি বিশ্বব্যাপী একটি পরিচিত শব্দ, যা ১৯৭৫ সালে ৮ জন খ্রিস্টান মহিলা কর্তৃক উত্থাপিত হয়, যখন তারা যৌন হয়রানির বিষয়ে পোস্টার করতে চেয়েছিলেন। তাদের সামনে অনেকগুলো বিকল্প উপস্থাপন করা হয়েছিল। যেমন: যৌনভীতি, যৌন-জবরদস্তি, যৌন শোষণ। কিন্তু প্রকাশ্যে গোপনে তারা যে হয়রানির শিকার হয়েছিলেন তা বুঝাতে অপর্যাপ্ত মনে হয়েছিল। তাই তারা যৌন হয়রানি শব্দের ব্যবহারে একমত হন। এই কর্মীরা ইনস্টিটিউট অব ওয়ার্কিং ওমেন প্রতিষ্ঠা করেন। আবার কেউ কেউ বলেন, এ শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে ড. মেরি রায়ের প্রতিবেদনে (Hishām 2011, 19)।

যৌন হয়রানির ক্ষেত্রে ইভটিজিং শব্দটিও বহুল প্রচলিত। Eve Teasing এর Eve [ঈভ] সৃষ্টি-বিবরণে বাইবেল ও কোরআনে বর্ণিত প্রথম নারী বিবি হাওয়া; ঈভ। tease [টিজ] v ঠাট্টা করা; বিরক্ত করা; প্রশ্ন করে বিব্রত করা (Siddiqui 1993, 253&816)।

মাইক্রোসফট এনকার্টায় বলা হয়, The `eve teasing' is the harassment of young woman.

অর্থাৎ ইভটিজিং হলো তরুণীকে হয়রানি করা (Microsoft Encarta 2007)।

যৌন হয়রানিকে আরবিতে বলা হয়- (التحرش الجنسي) আত-তাহাররুশ আল-জিনসী। মুজামুল কানুন গ্রন্থে বলা হয়েছে-

> التحرش الجنسي عمل فاضح غير علني يرتكب في حضور امرأة من خدش حيائها،
> যৌন হয়রানি হলো একটি জঘন্য কাজ, যা একজন মহিলার উপস্থিতিতে তার শালীনতাকে ক্ষুণ্ন করে (Badawī, 1420H, 240)।

যৌন হয়রানির পারিভাষিক সংজ্ঞায় বলা হয়,

> السلوك القولي أو الفعلي الصادرمن الذكر ضد الأنثى أو العكس وينطوي على الإثارة الجنسية بأي شكل من الأشكال دون رغبة الآخرالذي يقبل أو يرفض ذلك التصرف أو السلوك والذي يشكل في ذات الوقت خرقا للأخلاق العامة والآداب،
> নারীর বিরুদ্ধে পুরুষের অথবা পুরুষের বিরুদ্ধে নারীর কথায়, কাজে বা আচরণে এমন কিছু কর্মকাণ্ড, যা যৌন উত্তেজনার সাথে জড়িত, যা জনসাধারণের নৈতিকতা লঙ্ঘন করে ((Ma'ūshī 2021, 63))।

২০০৯ সালের ১৪মে মহামান্য হাইকোর্ট প্রদত্ত নীতিমালার ৪ ধারায় যৌন হয়রানির সংজ্ঞায় বলা হয়েছে-

(১) যৌন হয়রানি বলতে বোঝায়- ক) অনাকাঙ্ক্ষিত যৌন আবেদনমূলক আচরণ (সরাসরি কিংবা ইঙ্গিতে) যেমন- শারীরিক স্পর্শ বা এ ধরনের প্রচেষ্টা; খ) প্রাতিষ্ঠানিক এবং পেশাগত ক্ষমতা ব্যবহার করে কারো সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের

চেষ্টা করা; গ) যৌন হয়রানি বা নিপীড়নমূলক উক্তি; ঘ) যৌন সুযোগ লাভের জন্য অবৈধ আবেদন; ঙ) পর্ণোগ্রাফী দেখানো; চ) যৌন আবেদনমূলক মন্তব্য বা ভঙ্গি; ছ) অশালীন ভঙ্গি, অশালীন ভাষা বা মন্তব্যের মাধ্যমে উত্ত্যক্ত করা বা অশালীন উদ্দেশ্য পূরণে কোন ব্যক্তির অলক্ষে তার নিকটবর্তী হওয়া বা অনুসরণ করা, যৌন ইঙ্গিতমূলক ভাষা ব্যবহার করে ঠাট্টা বা উপহাস করা; জ) চিঠি, টেলিফোন, মোবাইল, এসএমএস, ছবি, নোটিশ, কার্টুন, বেঞ্চ, চেয়ার-টেবিল, নোটিশ বোর্ড, অফিস, ফ্যক্টরি, শ্রেণীকক্ষ, বাথরুমের দেয়ালে যৌন ইঙ্গিতমূলক অপমানজনক কিছু লেখা; ঝ) ব্লাকমেইল অথবা চরিত্র হননের উদ্দেশ্যে স্থির বা ভিডিও চিত্র ধারণ করা; ঞ) যৌন হয়রানির কারণে খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক, প্রাতিষ্ঠানিক এবং শিক্ষাগত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হওয়া; ট) প্রেম নিবেদন করে প্রত্যাখ্যাত হয়ে হুমকি দেওয়া বা চাপ প্রয়োগ করা; ঠ) ভয় দেখিয়ে বা মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে বা প্রতারণার মাধ্যমে যৌন সম্পর্ক স্থাপন বা স্থাপনে চেষ্টা করা। (মহামান্য হাইকোর্ট প্রদত্ত নীতিমালা, ২০১০)

সুতরাং পরিবার, বসত বাড়ি, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, কর্মক্ষেত্র, রাস্তাঘাট, তদবিরালয়, চিকিৎসালয় ও উপসনালয় বা অন্য যে কোনো স্থানে সরাসরি অথবা ফোনে বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনলাইনে বা অন্য যে কোনো উপায়ে যে কোনো বয়সের নারী বা পুরুষ নিজের হীন যৌন উদ্দেশ চরিতার্থ করার নিমিত্তে অন্য নারী-পুরুষ কিংবা শিশুকে শারীরিকভাবে কিংবা লিখিত অথবা মৌখিকভাবে উত্ত্যক্ত, নিপীড়ন বা নির্যাতন করাই ইভটিজিং বা যৌন হয়রানি।

বাংলাদেশে যৌন হয়রানির গতি-প্রকৃতি

নারী বা পুরুষ যে কেউ যৌন নিপীড়নের শিকার হতে পারেন। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নারী, কন্যা শিশু এবং ছেলে শিশুরাই অধিকমাত্রায় আক্রান্ত হয়। আবার অনেক সময় বৃদ্ধরাও এর শিকার হয়ে থাকেন।

বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে সাম্প্রতিক সময়ে যৌন হয়রানির ভয়াবহতা দিন দিন বাড়ছে। জাতীয় ও স্থানীয় দৈনিকে প্রতিদিনই কোনো না কোনো সংবাদ চোখে পড়ছে। জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরামের দেওয়া তথ্য মতে, জানুয়ারি ২০২২ হতে আগস্ট ২০২২ পর্যন্ত মোট ৮ মাসে ৫৭৪ জন কন্যাশিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে (Ittefaq, 30 September, 2022)। আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) জানিয়েছে ২০২০ এর জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দেশে ৯৭৫ জন নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন ২০৮ জন। এছাড়া ধর্ষণের পর হত্যার শিকার হয়েছেন ৪৩ জন এবং ১২ জন আত্মহত্যা করেছেন। একইসঙ্গে এই আট মাসে ধর্ষণচেষ্টা ও যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন ১৯২ জন নারী এবং ৯ জন নারী আত্মহত্যা করেছেন। যৌন হয়রানির প্রতিবাদ করতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছেন ৩ জন নারী ও ৯ জন পুরুষ। এ নয় মাসে এসিড সন্ত্রাসের শিকার হয়েছেন ২১ জন নারী। শিশু নির্যাতন ও হত্যার দিক দিয়েও গত ৯ মাসের

পরিসংখ্যান অত্যন্ত উদ্বেগজনক। ১ হাজার ৭৮ জন শিশু শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে, নানা সহিংসতার শিকারসহ হত্যার শিকার হয়েছে ৪৪৫ জন। এছাড়া ৬২৭ টি শিশু ধর্ষণ ও ২০ টি বলাৎকারের ঘটনা ঘটেছে। ২০১৯ সালে এক হাজার ৪১৩ জন নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। ২০১৮ সালে এই সংখ্যা ছিলো ৭৩২। ২০১৯ সালে যৌন হয়রানির শিকার ১৮ জন নারী আত্মহত্যা করেছেন। প্রতিবাদ করতে গিয়ে চারজন নারীসহ ১৭ জন হত্যার শিকার হয়েছেন। যৌন হয়রানির প্রতিবাদ করতে গিয়ে ৪৪ জন পুরুষ নির্যাতনের শিকার হয়েছেন (jagonews24, Mar. 13, 2021)। ২০২০ সালে আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) শিশুদের বিরুদ্ধে অনলাইনে যৌন শোষণের ফলে সৃষ্ট ঝুঁকি ও পরিস্থিতি যাচাই এবং প্রবণতা বিশ্লেষণ বিষয়ক এক গবেষণা পরিচালনা করে। গবেষণায় দেখা গেছে, শতকরা ৮ দশমিক ৩৯ শতাংশ মেয়ে শিশু অনলাইনে যৌন শোষণ, হয়রানি এবং নির্যাতনের শিকার হয়েছে। কোভিড-১৯ পরবর্তী পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায়, এই শতকরা হার প্রায় চারগুণ বেড়েছে (banglatribune, Mar.22, 2021)। এছাড়া করোনাকালে অনলাইন এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নারীদের হয়রানি ও যৌন হয়রানির ঘটনা বেড়েছে। এ তথ্য জাতিসংঘের রিপোর্টে উঠে এসেছে। থমসন রয়টার্স ফাউন্ডেশনে সম্প্রতি এক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে অনলাইনে হয়রানির যেসব ঘটনা উঠে এসেছে তা ভয়াবহ। কোনো নারীর অনুমতি ছাড়া ছবি, ভিডিও এবং ব্যক্তিগত তথ্য শেয়ারের ঘটনা অনেক বেড়েছে লকডাউনে। একটি নারী অধিকার সংস্থা জানায়, সব বয়সি নারীই এ ধরনের হয়রানির শিকার হয়েছেন। প্রতি পাঁচজন নারীর একজন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দিয়েছেন বা ব্যবহার কমিয়ে দিয়েছেন। সংস্থাটির চালানো এক জরিপে এক চতুর্থাংশ নারী জানিয়েছেন, তারা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। ২০২১ সালের নভেম্বরে বাংলাদেশ পুলিশ 'পুলিশ সাইবার সাপোর্ট ফর উইমেন' সেবার উদ্বোধন করে। এ সেবায় কর্মরত সব পুলিশ নারী। এর ফলে নারীরা তাদের অভিযোগ সহজেই জানাতে পারছেন তাদের কাছে। অনলাইনে যৌন হয়রানির ঘটনায় প্রতিদিন নারীদের হাজারো কল পাচ্ছেন তারা। অনেক সময় নারীরা অপর নারীদের দ্বারা যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছেন। ৭৫ ভাগ শিশুর যৌন নিপীড়ক পরিবারের ঘনিষ্ঠজন।

বাংলাদেশে প্রতি চার জন কন্যা শিশুর মধ্যে একজন নিপীড়নের শিকার হয়। আর প্রতি ছয় জন ছেলে শিশুর মধ্যে যৌন নিপীড়নের শিকার হয় একজন। শুধু পুরুষ নয়, শিশুরা কখনো নারীর হাতেও যৌন হয়রানির শিকার হয়। ডা. হেলাল উদ্দিন আহমেদ জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইন্সটিটিউট ও হাসপাতালের চাইল্ড এডোলেসেন্ট অ্যান্ড ফ্যামিলি সাইকিয়াট্রির সহযোগী অধ্যাপক। তিনি দীর্ঘদিন ধরে যৌন হয়রানির শিকার শিশুদের নিয়ে কাজ করছেন। তাঁর এই গবেষণায় শিশুদের যৌন হয়রানি বিষয়ে ভয়াবহ তথ্য উঠে এসেছে। তাতে দেখা যায়, শতকরা ৭৫ ভাগ যৌন হয়রানির ঘটনাই ঘটে পরিবারের ঘনিষ্ঠজন, বন্ধু বা আত্মীয়-স্বজনের মাধ্যমে (dw.com, 2021)। ছেলে শিশুরাও যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছে। প্রতি ছয়জন ছেলে

শিশুর মধ্যে একজন যৌন হয়রানির শিকার। মেয়ে শিশুদের মধ্যে তা প্রতি চার জনে একজন। যৌন হয়রানির শিকার শিশুদের নিয়ে কাজ করতে গিয়ে তাঁরা দেখেছেন, পুরুষরাই প্রধানত যৌন হয়রানিকারী, তবে নারীদের বিরুদ্ধেও ইদানীং অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। যৌন হয়রানির এসব ঘটনা ঘটে বাড়িতে, আত্মীয় বা পারিবারিক বন্ধুদের দ্বারা, স্কুলে যাওয়ার পথে কিংবা পরিচিত পরিবেশে। পরিচিতজন ছাড়া শিশুদের যৌন হয়রানির ঘটনার নজির খুবই কম (Ibid.)। বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের তথ্য মতে, যৌন নিপীড়নের শিকার শতকরা ৫ ভাগ ছেলে শিশু এবং কন্যা শিশু শতকরা ৯৫ ভাগ। শিশুদের যৌন হয়রানির মধ্যে ধর্ষণ ছাড়াও তাদের ওপর নানা ধরনের শারীরিক আক্রমণ, বলাৎকার, স্পর্শকাতর ও যৌনাঙ্গে অসৎ উদ্দেশ্যে স্পর্শ অন্যতম। বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের হিসাবে ২০২০ সালের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৪৯৪ জন শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে। এর মধ্যে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছে ৭৮ জন শিশু। ধর্ষণের শিকার শিশুদের মধ্যে ২২ জন শিশু প্রতিবন্ধী। শিশু অধিকার ফোরামের হিসাবমতে, ২০১৪ সালে ১৯৯ জন শিশু ধর্ষণের শিকার হয়, ২০১৫ সালে ৫২১ জন, ২০১৬ সালে ৪৪৬ জন, ২০১৭ সালে ৫৯৩ জন এবং ২০২০ সালের ৯ মাসে ৪৯৪ জন শিশু ধর্ষণের শিকার হয় (Ibid.)।

ধর্ষণ কিংবা যৌন হয়রানির শিকার পুরুষও হতে পারে এবং সে বিষয়ে আইন ও সামাজিক মতাদর্শের পুনঃপাঠ যে প্রয়োজন, সে আরজি নিয়ে প্রথমবারের মতো মিডিয়ায় হাজির হয়েছিলেন গাজীপুরের জামাল উদ্দিন। তবে জীবিত অবস্থায় তার ওপর বয়ে যাওয়া যৌন নিপীড়ন নিয়ে তিনি মুখ খোলেননি। তার আত্মহত্যার পর ঘটনাটি জানা যায়। পত্রিকায় প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, তার কাছে চাঁদা দাবি করে আসছিল স্থানীয় কয়েকজন বখাটে। এক পর্যায়ে তারা তার মোবাইল ফোন ও টাকা কেড়ে নেয়, তাকে তারা ধর্ষণের চেষ্টা করে এবং সেসব দৃশ্য মোবাইলে ধারণ করে রাখে। সে ভিডিও ইন্টারনেটে ছেড়ে দেওয়ার ভয় দেখায় এবং আরও টাকা দাবি করে। তখন দ্রুত টাকা দেওয়ার আশ্বাস দেওয়ায় বখাটেরা তাকে ছেড়ে দেয়। তিনি বাড়ি ফিরে আত্মীয়-স্বজনকে বিষয়টি জানান। এরপর তিনি চুপচাপ থাকেন। বাইরে বেরোননি। সারা দিন ঘরের ভেতরেই থাকতেন। পরের দিন তিনি আত্মহত্যা করেন। তার আত্মীয়-স্বজন মিডিয়াকে বলেছেন, জামালকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয় এবং লজ্জা-অপমান সইতে না পেরে তিনি আত্মহত্যা করেছেন। যৌন হয়রানির শিকার পুরুষ কিংবা পুরুষকে ধর্ষণ -এটা অসম্ভব নয়, বরং অসম্ভব মনে করাই ঠিক নয়। ধর্ষণ ও যৌন হয়রানি আইন ও সামাজিক বোঝাপড়ার ভিত্তি আমাদের দেশে নারী কেন্দ্রিকই আছে। সে কারণে যদি কোনো পুরুষ ধর্ষণের অভিযোগ করতে যান, তাহলে বাংলাদেশের আইন সেটিকে সমর্থন দেবে না। কারণ আইনি সংজ্ঞায় কেবল নারীই ধর্ষণ ও যৌন হয়রানির শিকার হয়।

সমাজের লিঙ্গীয় অসমতা ও পুরুষের ক্ষমতার দাপট নারী নিপীড়ন ও নারী ধর্ষণের চিত্রই সামনে আনে। সমাজে নারীরা এখনো ক্ষমতার বিচারে অনেক নিচে, নারীর প্রতি সহিংসতা অনেক বেশি। যৌন হয়রানি কেন্দ্রিক প্রচলিত আইনি ও সামাজিক

চর্চা থেকে এমন বোঝাপড়া সৃষ্টি হয়েছে যে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সবাই এগুলোকে নারীর বিষয় মনে করে। অন্যদিকে বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে যৌন নির্যাতনের শিকার পুরুষ বা ছেলেশিশু সম্পর্কে কিছুই বলা নেই। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে প্রতি দশজনের একজন পুরুষ যৌন নির্যাতন এবং নানা ধরনের অশোভন আচরণের শিকার হয়। ভারতীয় পুরুষের মধ্যে ১৬ দশমিক ১ শতাংশ পুরুষ নারী কর্তৃক নানা ধরনের যৌন হয়রানির শিকার হয়। মেয়েদের ধর্ষণ নিয়ে যেমন গবেষণা হয়, পুরুষদের ধর্ষণ নিয়ে তার ১ শতাংশও হয় না। কিন্তু বহু সমীক্ষা বলছে, পুরুষরাও ধর্ষণের শিকার হয়, আর তার সংখ্যা যতটা মনে করা হয়, তার চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, শুধু আইন নয়, যৌন নিপীড়ন ও নানা ধরনের যৌন হয়রানির শিকার হলেও পুরুষরা সেটি প্রকাশ করতে চায় না। কোন পুরুষ নিজের যৌন হয়রানির কথা প্রকাশ করতে চায় না, এক্ষেত্রেও কাজ করে পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা। মনে করা হয়, পুরুষের যৌন হয়রানির প্রকাশ একটা নারীসুলভ স্বীকারোক্তি। এই নিপীড়নের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করলে তাকে সমাজ দুর্বল, ক্ষমতাহীন ও অসহায় ভাববে, এতে আক্রান্ত হবে তার পুরুষতান্ত্রিক মন। কোনো পুরুষ যৌন নির্যাতনের শিকার হলে উল্টো তাকে হাসির পাত্র হতে হয়; তাকে 'মেয়েলি' বলা হয়। এ সমাজ একজন নারীকে যেমন শেখায় তার বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়নের অভিজ্ঞতা চেপে যেতে, তেমনি পুরুষকেও নিরুৎসাহিত করে। একজন নারীও ধর্ষণ ও যৌন হয়রানির কারণে মনস্তাত্ত্বিকভাবে যে ধরনের আঘাতপ্রাপ্ত হয়, একজন পুরুষও সে রকম বোধ করতে পারে।

বর্তমান আইনে যদি কোনো পুরুষ কোনো নারী বা অন্য কোনো পুরুষের বিরুদ্ধে ধর্ষণ ও যৌন নিগ্রহের অভিযোগ করে, তবে কোনো আইনি ব্যবস্থা নেওয়া যায় না। তাই অনেক ক্ষেত্রে আইনের ফাঁকে পার পেয়ে যায় অপরাধীরা। তবে একটা বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে, নারী ধর্ষণ ও নিপীড়ন পুরুষ ধর্ষণ ও হয়রানির চেয়ে অনেকটাই বেশি। তাই প্রবণতা এবং ঝোঁকের মাপকাঠিতে দুটিকে হয়তো একভাবে দেখা যাবে না বা তুলনীয় নয়। গুরুত্বপূর্ণ হলো দুটির জন্য আইন থাকা এবং যৌন হয়রানি ও ধর্ষণ সংজ্ঞায় নতুন দৃষ্টিভঙ্গি যোগ করা। কারণ আমাদের উদ্দেশ্য মানুষের শরীরকে যৌনবস্তু হিসেবে বিবেচনা না করা, যৌন হয়রানি ও ধর্ষণ বন্ধ করা, সেটির শিকার নারী কিংবা পুরুষ যেই হোক, তার বিপরীতে আমাদের লড়তে হবে সম্মিলিতভাবে (Prothomalo, Mar. 23, 2021)।

যৌন হয়রানির স্থান-কাল পাত্রভেদ

যৌন হয়রানির ঘটনা সাধারণত নিজ গৃহ, রাস্তাঘাট, গণপরিবহন, কর্মস্থল, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও এর আঙ্গিনায়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলের সামনে, হাসপাতালের গেইটে, ফুটপাত, মার্কেটে ও বিনোদন পার্কে বেশি হয়ে থাকে। নিম্নে কয়েকটি স্থানের আলোচনা করা হলো।

পরিবার

সভ্যতার শুরুতে নারীরা ঘরে নির্যাতিত হতো। আর এখন সভ্যতা বিকাশের ফলে ঘরে নির্যাতিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা বাইরেও নির্যাতিত হচ্ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) জরিপে দেখা যায়, দেশের বিবাহিত নারীদের ৮৭.৭ শতাংশ স্বামী দ্বারা কোনো না কোনো সময়ে কোনো না কোনো নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে ৬৪.৬ শতাংশ বলেছেন, তাদের স্বামী শারীরিক নির্যাতন করেছেন, ৩৬.৫ শতাংশ যৌন নির্যাতন, ৮১.৬ শতাংশ মানসিক নির্যাতন এবং ৫৩.২ শতাংশ বলেছেন তারা অর্থনৈতিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন (Ibid.)।

গণপরিবহন

বর্তমানে গণপরিবহনে নারীদের প্রতি যৌন হয়রানির চিত্র ভয়াবহ। পৃথিবীর শুরুর দিকে কোনো গাড়ি বা গণপরিবহন আবিষ্কার হয়নি। কিন্তু যখনই সভ্যতার বিকাশ ও নগরায়ণের কারণে গণপরিবহন ব্যবহারের অপরিহার্যতা তৈরী হলো এবং নারীরা নানা প্রয়োজনে তাঁদের ঘর থেকে বের হওয়ার প্রয়োজনীয়তা বাড়ল, তখন গণপরিবহনে যৌন হয়রানির বিষয়টি নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা হিসেবে যুক্ত হলো। নারীরা বাসে ওঠার সময় বাসচালকের সহকারী ও অন্যান্য পুরুষ যাত্রী দ্বারা অযাচিতভাবে শরীরে বিভিন্নভাবে স্পর্শ, অশ্রাব্য ভাষায় নারীদের লক্ষ করে কটুক্তি, ফাঁকা বাসে নারীদের ধর্ষণের মতো ঘটনা ঘটছে। শুধু তাই নয়, গাড়িতে ধর্ষণ করে সেই ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার জন্য ভুক্তভোগী নারীকে হত্যা করে নির্জন স্থানে ফেলে যাওয়ার মতো ঘটনার সংখ্যাও বেড়ে চলেছে। ২০২২ সালে আঁচল ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত জরিপ রিপোর্টে বলা হয়, শিক্ষা, কর্মক্ষেত্র ও বিভিন্ন প্রয়োজনে নারীরা গণপরিবহন ব্যবহার করে থাকে। তবে সমীক্ষায় দেখা গেছে, ৪৫.২৭ শতাংশ তরুণী গণপরিবহনে যৌন হয়নানির শিকার হন (dhakapost, Apr. 9, 2022)। গণপরিবহনে নারী নির্যাতনের এমন ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করলে নির্যাতনের অনেকগুলো কারণ বেরিয়ে আসে। উল্লেখযোগ্য কারণ হচ্ছে- ১. নারীরা তাদের ওপর সংঘটিত নির্যাতনের প্রতিবাদ না করা। ২. নারী হেনস্তা ঘটনার সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত মানুষের প্রতিবাদমূলক তাৎক্ষণিক কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ না করে নীরব ভূমিকা পালন। ৩. আইনের যথাযথ প্রয়োগের অভাব। ৪. মুহাররাম পুরুষ সঙ্গী ছাড়া গণপরিবহন ব্যবহার করা। দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত এক রিপোর্টে দেখা যায়, দেশে মোট তরুণীদের মধ্যে ৬৫ দশমিক ৫৮ শতাংশই যৌন হয়রানির শিকার হয়। এছাড়া ৪৫ দশমিক ২৭ শতাংশ তরুণী গণপরিবহনে যৌন হয়রানির শিকার হয়। গণপরিবহন হিসেবে ব্যবহৃত বাস বা বাস স্ট্যান্ডে যৌন হয়রানির মতো অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয় ৮৪ দশমিক ১০ শতাংশ তরুণী (ittefaq. Mar. 5, 2022)।

রাস্তাঘাট

রাস্তঘাটে ও সফরে একাকী চলাচলে নারীরা যৌন হয়রানির শিকার হয়ে থাকেন। ২০২২ সালে আঁচল ফাউন্ডেশন পরিচালিত জরিপে জানা যায়, তরুণীরা সবচেয়ে বেশি এ

ধরনের নিপীড়নের শিকার হন একাকী চলার সময়ে, যা ৭৫ দশমিক ৬০ শতাংশ। আর ২১ দশমিক ৫৭ শতাংশ মা, বোন, বান্ধবী বা অন্য নারী সঙ্গী থাকা অবস্থায় এবং ২ দশমিক ৮৩ শতাংশ বাবা, স্বামী, ভাই বা অন্য পুরুষ সঙ্গী থাকা অবস্থায় নিপীড়নের শিকার হয়েছেন। এছাড়া ৪৩ দশমিক ৮৯ শতাংশ তরুণী অনলাইনে বিড়ম্বনার শিকার হয়েছেন (Ibid.)।

কর্মস্থল

প্রতিটি নারী কর্মস্থলে কোন না কোনভাবে যৌন হয়রানির শিকার হয়। জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম ২০২০ সালে পরিচালিত জরিপের তথ্যমতে, জরিপে অংশগ্রহণকারী ১৩৫ জন কর্মজীবী নারীর শতভাগই নিজ কর্মস্থলে কোন না কোনভাবে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। তাদের মধ্যে ৪১ দশমিক ৪৮ শতাংশ ২/৩ বার, ২৫ দশমিক ৯৩ শতাংশ নারী ৪ থেকে ৫ বার এবং ২২ দশমিক ৯৬ শতাংশ নারী একবার করে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। ১৩৫ জনের মধ্যে ৬১ জন শারীরিক স্পর্শের মাধ্যমে (৪৫ দশমিক ১৯ শতাংশ), ৮০ জন মৌখিকভাবে (৫৯ দশমিক ২৫ শতাংশ), সরাসরি যৌন আবেদনের শিকার হয়েছেন ৬৪ জন অর্থাৎ ৪৭ দশমিক ৪১ শতাংশ নারী। এছাড়া ৬০ জন (৪৪ দশমিক ৪৪ শতাংশ) সুপারভাইজার দ্বারা, ৮৮ জন (৬৫ দশমিক ১৯ শতাংশ) ম্যানেজার/বস কর্তৃক ৮ জন (৫ দশমিক ৯৩ শতাংশ) নারী তাদের নিয়োগকর্তার দ্বারা হয়রানির শিকার হয়েছেন (banglatribune, May, 10, 2022)।

ইভটিজিং এর প্রচলিত ও অপ্রচলিত বহিঃপ্রকাশ

পুরুষ কর্তৃক নারীকে অথবা নারী কর্তৃক পুরুষকে অথবা পুরুষ কর্তৃক পুরুষকে অথবা নারী কর্তৃক নারীকে, কিশোর কর্তৃক কিশোরীকে, কিশোরী কর্তৃক কিশোরকে, অথবা পুরুষ বা নারী কর্তৃক কিংবা উভয়ের দ্বারা কোনো শিশুকে শারীরিক, মানসিক বা সামাজিকভাবে বিপর্যস্ত করার উদ্দেশে কৃত সকল কর্মই ইভটিজিং। বিভিন্ন ধরনের যৌন হয়রানির মধ্যে ইভটিজিং অন্যতম যা পরিবার, রাস্তাঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিংবা কর্মস্থলসহ নানা জায়গায় প্রতিনিয়তই ঘটছে। নারীদের দিকে অহেতুক তাকিয়ে থাকা, তাদের শরীরের বিশেষ স্থানে দৃষ্টি দেওয়া, রাস্তায় বা বাসে কোনো পুরুষ নারীকে কিংবা নারী পুরুষকে ইচ্ছাকৃত ধাক্কা দেওয়া কিংবা রাস্তা আগলে দাঁড়ানো, পিছু নেওয়া, ঘিরে ধরা, ইঙ্গিতপূর্ণ অশ্লীল মন্তব্য করা অথবা অশ্লীল গান গাওয়া, শব্দ করা, পোশাকের কোনো অংশ ধরে টান দেওয়া, ইশারা করা, অঙ্গভঙ্গি করা; কুরুচিপূর্ণ, যৌন ইঙ্গিত পূর্ণ, শরীর ইঙ্গিত করে কোনো কিছু লেখা ও ছবি আঁকা; পাবলিক টয়লেট, ট্রেনের টয়লেট, ফেরির টয়লেট, বাসের সিট, পাবলিক গ্রন্থাকার, স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বেঞ্চ/টেবিল/চেয়ার, বাড়ির দেয়াল প্রভৃতি স্থানে বিভিন্ন অশ্লীল বাক্য লেখা; টেলিফোন বা মোবাইলে বিরক্ত করা, বাজে কথা বলা, যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ বার্তা ও যৌনতা সমৃদ্ধ ছবি প্রেরণ করা, চোখ টিপ দেওয়া, শিষ বাজানো, বাজে ভাষায় গালমন্দ করা, জিহবা দিয়ে ভ্যাংগানো, কথা বলার চেষ্টা করা,

দেহের বিশেষ অঙ্গ প্রদর্শন করা, শরীর স্পর্শ করা, ভিড়ের মধ্যে বিশেষ কোনো অঙ্গে স্পর্শ করা, শরীরের কোন বিশেষ অঙ্গের আকার জিজ্ঞেস করা, কোনো কিছু দিয়ে শরীরে খোঁচা দেওয়া, পেছন থেকে চুলে হাত দেওয়া, অনাকাঙ্ক্ষিত প্রেমের প্রস্তাব দেওয়া ও এর জন্য চাপ বা বল প্রয়োগ করা ইত্যাদি সকল কার্যক্রমই ইভটিজিং বা যৌন হয়রানি। এছাড়া আধুনিক তথ্য ও প্রযুক্তির যুগে লুকিয়ে ছবি তোলা; ফেইসবুক আইডিতে মেয়ের ছবি ব্যবহার করা, ফেইসবুক, ইমো ইত্যাদি হ্যাক করে সংরক্ষিত ছবি, ভিডিও ও অন্যান্য তথ্য আয়ত্তে নিয়ে হয়রানি করা, বিভিন্ন নম্বারে ফোন করা, ভুয়া ফেইসবুক আইডি খোলে ছবি এডিট করে বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট তা প্রেরণ করা, প্রলোভন বা প্রতারণার মাধ্যমে যৌন সম্পর্কে স্থাপনের চেষ্টা, যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য বা রসিকতা এবং ব্ল্যাকমেল ইত্যাদি বিভিন্ন পন্থায়ও ইভটিজিং বা যৌন হয়রানি সংগঠিত হয়। প্রযুক্তির এসব মাধ্যমে যৌন হয়রানি ভয়াবহতা অনেক বেশি। ২৯ নভেম্বর ২০২২ তারিখে দৈনিক প্রথম আলোয় প্রকাশিত রিপোর্ট এ দেখা যায়, গত দুই বছরে পিসিএসডব্লিউতে ভুয়া আইডি খুলে, আইডি হ্যাক করে, পাসওয়ার্ড চুরি করে ছবি, ভিডিও ও বা তথ্য প্রচার করার অভিযোগ এসেছে ৪৩ শতাংশ (Prothomalo, Nov. 29, 2022)। ইভটিজিংয়ের অপমান সহ্য করতে না পেরে অনেকেই আত্মহত্যা করছে। ২৮ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে এবিনিউজ২৪ এ প্রকাশিত এক রিপোর্টে এ দেখা যায়, কিশোরগঞ্জের কটিয়াদি থানার বনগ্রাম আনন্দ কিশোর স্কুল এন্ড কলেজের নবম শ্রেণীর ছাত্রী শান্তা আক্তার ইভটিজিংয়ের শিকার হয়ে আত্মহত্যা করেন (abnews.24, December 28, 2021)। ডিবিসি নিউজ এ ৫ আগস্ট ২০২০ তারিখে প্রকাশিত একটি রিপোর্ট এ দেখা যায়, কুড়িগ্রামের উলিপুরে পন্ডিত মহির উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্রী জুঁই ইভটিজিংয়ের শিকার হয়ে বিষপানে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন (dbc.news, August 5, 2020)। বিগত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে বাংলা নিউজ টোয়েন্টি ফোর এ প্রকাশিত এক রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২তারিখ রাতে গোপালগঞ্জের হেলিপ্যাডের সামনে থেকে নিজ মেসে যাওয়ার সময় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীকে কয়েকজন বন্ধু মিলে ইভটিজিং করে। এ সময়ে বখাটেরা ঐ ছাত্রী ও তার সঙ্গীদের সাথে বাদানুবাদ করে। একপর্যায়ে তার সাথীদের মারধর ও ভয়ভীতি দেখিয়ে পাশের একটি ভবনে নিয়ে পালাক্রমে ধর্ষণ করে ও তার সঙ্গীদের ব্যাপক মারধর করে (banglanews24, February 26, 2022)। এভাবে আরো বহু ঘটনা প্রতিদিন ঘটছে। অনেক সময় এসব ঘটনার বিবরণ অপ্রকাশিতই থেকে যায়। এরকম অসংখ্য ঘটনা প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও ঘটছে। কিন্তু এসব ঘটনা অধিকাংশই বিভিন্ন কারণে সংবাদপত্রের শিরোনাম হয় না থেকে যায় অজানা।

যৌন হয়রানি বৃদ্ধির কারণ

যৌন হয়রানির বিভিন্ন ঘটনা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা থেকে এর নানাবিধ কারণ প্রতীয়মান হয়। এগুলোর মধ্যে কতিপয় কারণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

নৈতিক শিক্ষার অভাব

যৌন হয়রানির অন্যতম কারণ হলো, নৈতিক শিক্ষা গ্রহণ ও পরিপালনের কার্যকর উদ্যোগ না থাকা। ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা মানুষের মধ্যে জবাবদিহিতার মানসিকতা তৈরি করে। সর্বজনীন জীবনব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম যৌন অনাচাররোধে যেসব প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নির্ধারণ করেছে, তা বাস্তবায়নে সচেষ্ট না হওয়ায় যৌন হয়রানি দিন দিন বেড়েই চলেছে। এ সম্পর্কিত ধর্মীয় নির্দেশনা অনেকাংশে উপেক্ষিত হওয়ার ফলে প্রবৃত্তির লালসা চরিতার্থ করার লক্ষে একটি অংশ ঝুঁকে পড়ছে। ফলে বহু মানুষের যোগ্যতা ও শক্তি-সামর্থ্য জৈবিক লালসা চরিতার্থ করার পেছেনে ব্যয়িত হচ্ছে। তারা আল্লাহর প্রদত্ত আইন-কানুনের বিরোধিতায় মত্ত হয়ে যৌন হয়রানিসহ এ সম্পর্কিত নানা অপকর্মে জড়িয়ে পড়তে মোটেও দ্বিধা করছে না।

শালীনতার অপব্যাখ্যা ও অশালীনতার বিস্তার

আচার-আচরণে, কথা-বার্তায়, চালচলনে, বেশভূষায়, সভ্য ও মার্জিত পন্থা অবলম্বন ও শালীন পোশাক পরিধান তথা মানবীয় গুণাবলির সমন্বিত রূপ শালীনতা। যা কাঙ্ক্ষিত সমাজ বিনির্মাণে, নারী-পুরুষের মধ্যে অপবিত্র ও অবৈধ সম্পর্ক এবং নারীর প্রতি পুরুষের অত্যাচারী আচরণ রোধে অপরিহার্য। এটি যিনা-ব্যভিচার ও যৌন হয়রানি প্রতিরোধের সর্বোত্তম পন্থা। এর দ্বারা সব শ্রেণির মানুষই উপকৃত হতে পারে। অশালীনতা যৌন হয়রানি উস্কে দেয়।

ধর্মীয় মূল্যবোধের অবক্ষয় ও সামাজিক রীতি সমূহের বিকৃতি

বর্তমানে সামাজিক বিশৃঙ্খলা চরম আকার ধারণ করছে। সমাজে ব্যাপকহারে হত্যা, ধর্ষণ, পরকীয়া, মদ্যপান, ছিনতাই ইত্যাদি বহুবিধ অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে। সামাজিক রীতিনীতির প্রভাব ব্যাপকভাবে হ্রাস পাওয়ায় ও ধর্মীয় মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ফলে যৌন হয়রানিও দিন দিন বেড়েই চলেছে। মানুষ সামাজিক জীব হিসাবে যতটুকু শৃংখলাবোধ ও পরস্পরের ওপর শ্রদ্ধাবোধ থাকা দরকার তা বর্তমানে দেখা যাচ্ছে না। অন্যায় ও অসামাজিক কাজের প্রতিবাদ খুব একটা পরিলক্ষিত হয় না। বড়দের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ দিন দিন কমে যাওয়ায় অন্যায় কাজের প্রতিবাদ ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে।

অসচেতনতা

পরিবার শিশুর প্রধান ও প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তাই পারিবারিক সুশিক্ষা ও সচেতনতা একান্ত আবশ্যক। পরিবার প্রধানের উচিত তার সন্তান সন্ততিদের জীবনাচার পর্যবেক্ষণ করা। কোনো অন্যায় করলে শাসন করা। নিজ সন্তান অপরাধ করলে তাকে শোধরানো চেষ্টা করা। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক অসচেতনতা যৌন হয়রানি বৃদ্ধির অন্যতম কারণ।

সুস্থ বিনোদনের অভাব

যৌন সুড়সুড়ি দিয়ে যৌন হয়রানি উস্কে দেওয়া হয়। এসবের অন্যতম হলো কুরুচিপূর্ণ নাটক, সিনেমা ও অশালীন পোশাক পরিধান করে যৌন কামনা উদ্রেককারী অশ্লীল নাচ গান। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে সর্বসাধারণের জন্য বিনোদনের

প্রধান মাধ্যম টিভিতে প্রদর্শিত নাটক, সিনেমা ও গান। এসব নাটক, সিনেমা ও গানের প্রভাব সমাজে অকল্পনীয়। প্রদর্শিত নাটক সিনেমায় নায়ক প্রথমে নায়িকাকে উত্ত্যক্ত করে প্রেম বিনোদন করে ও তার মন পাওয়ার চেষ্টা করে এবং শেষ পর্যায়ে সফলও হয়। আবার গানে নায়ক-নায়িকাকে জড়িয়ে ধরে অশালীন পোশাকে শারীরিক স্পর্শ ও নৃত্য করে। আমাদের সমাজেও এর প্রভাব লক্ষণীয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইভটিজাররা প্রথমে মেয়েকে প্রেমের প্রস্তাব দেয় এবং বিভিন্নভাবে মেয়েকে উত্ত্যক্ত করে ব্যর্থ হলে অপহরণ বা আক্রমণ করে।

ক্ষমতার অপব্যবহার

আমাদের দেশে নানাভাবে ক্ষমতার অপব্যবহার হয়ে থাকে। আমাদের অনেকেই কর্মক্ষেত্রে, দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে এবং আচার-আচরণে ক্ষমতার অপব্যবহার করে থাকে। ক্ষমতার অপব্যবহার করে সমাজের অনেক বিত্তবান কিংবা ক্ষমতাধর ব্যক্তিবর্গ ও তাদের সন্তান বা আত্মীয় নিম্নবিত্ত ও সাধারণ মানুষের ওপর যৌন হয়রানিসহ নানা অপকর্ম ঘটিয়ে থাকে, যা অনেক সময় রিপোর্টও হয় না; অজানাই থেকে যায়।

আকাশ সংস্কৃতির আগ্রাসন ও বিকৃতির বিস্তার

আমাদের সংস্কৃতি আজ হুমকির মুখে। আমাদের ধর্মীয় ও দেশীয় সংস্কৃতিতে দিনে দিনে বিজাতীয়, বিধর্মী এবং ভিনদেশী সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়ছে। সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ফলে নৈতিক চরিত্র হরণ, সামাজিক কাঠামো ও মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটছে। প্রযুক্তির কল্যাণে গোটা দুনিয়ায় সংস্কৃতির সাথে যুক্ত হওয়া সহজ। এ সুযোগে বিভিন্ন দেশের ইলেট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারিত বিভিন্ন সিনেমা ও সিরিয়ালে আসক্ত হয়ে পড়ছে অনেকেই। আর এসব অপশিক্ষা থেকে সমকামিতা– ছেলে ছেলেকে বিয়ে করা, মেয়ে মেয়েকে বিয়ে করা, কুকুর পালন ইত্যাদি অপসংস্কৃতির প্রতি ঝুঁকে পড়ছে। ফলে দিন দিন পারিবারিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে যাওয়ার পাশাপাশি খুন, হত্যা, ধর্ষণ ও যৌন হয়রানির মতো ঘৃণিত পাপাচার মাত্রাতিরিক্তভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সঙ্গ দোষ

সামাজিক জীব হিসেবে মানুষকে কারো না কারো সাথে চলতে হয়। প্রচলিত প্রবাদ হলো সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ। অসৎ সঙ্গী খারাপ, অন্যায় কাজে উদ্বুদ্ধ করে। তরুণ প্রজন্মের অনেকেই অসৎ সঙ্গীদের সাথে মিশে চরিত্রহনন ও মাদকাসক্তি, মাদক ব্যবসাসহ ভয়ংকর সব সামাজিক অপরাধের সাথে যুক্ত হয়।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অপসংস্কৃতির বিস্তার

বর্তমান যুগে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম পারস্পরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছে। পুরো বিশ্ব আজ একটি ভিলেজে পরিণত হয়েছে। দেশে-বিদেশে কী ঘটছে, সেগুলো ফেইসবুক, টুইটার, ইউটিউব, গুগলসহ অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাৎক্ষণিক পাওয়া যাচ্ছে। সারা বিশ্বে ইন্টারনেট

ব্যবহারকারীদের ৭০ শতাংশ মানুষ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সংযুক্ত। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের মধ্যে ফেইসবুক একটি জনপ্রিয় মাধ্যম। ফেইসবুকের জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে অনেকেই নোংরা ছবি-ভিডিও আপলোড করে যৌন হয়রানির মতো ঘৃণিত কাজে লিপ্ত হচ্ছে (jugantor, Nov. 30, 2018)।

যৌন হয়রানির করুণ পরিণতি

যৌন হয়রানির পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। হয়রানির শিকার নারী-পুরুষ, ছেলে-মেয়ে মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়ে। অনেক সময় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আত্মহত্যা করতে দ্বিধা করে না। নিম্নে যৌন হয়রানির কয়েকটি পরিণতি উপস্থাপন করা হলো-

আত্মহত্যাসহ নানাবিধ অপমৃত্যু

আত্মহত্যার বিভিন্ন ঘটনা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনায় যেসব কারণ প্রতীয়মান হয় এসবের অন্যতম কারণ হলো যৌন হয়রানি। ১৮ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ প্রতিদিনে প্রকাশিত রিপোর্টে দেখা যায় যে, যৌন হয়রানির শিকার হয়ে ২০২১ সালে ৮১ জন শিশু আত্মহত্যা করে (bd-pratidin, Jan. 18, 2022)। ৩০ জুন ২০২২ এ আজকের পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী জুন ২০২২ এ ধর্ষণ ও যৌন হয়রানির শিকার ৭৬ জন আত্মহত্যা করেছে (Ajkerpatrika, June 30, 2022)।

সুষ্ঠু শিক্ষা অর্জন ও মানসিকতা বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি

যৌন হয়রানির শিকার অনেক শিক্ষার্থীর পড়া শোনা বন্ধ হয়ে যায়। এতে স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। ২৫ মে ২০২২ এ নিউজ বাংলায় প্রকাশিত রিপোর্ট এ দেখা যায় যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৭৪ শতাংশ ছাত্রী যৌন হয়রানির শিকার হয় (newsbangla24, 2022)। এছাড়া অনেক ছাত্র স্কুল ও মাদরাসায় যৌন হয়রানির শিকার হয়। এক্ষেত্রে লজ্জায় অনেকেই মুখ খুলতে চায় না। যৌন হয়রানির শিকার অধিকাংশ শিক্ষার্থী লেখা-পড়া চালিয়ে যেতে স্বাচ্ছন্দবোধ করে না।

মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর যৌন হয়রানির বিরূপ প্রতিক্রিয়া

যৌন হয়রানি নারী-পুরুষের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর বিরাট প্রভাব ফেলে। এক্ষেত্রে অনেকেই স্বাভাবিক কার্যক্রমও চালিয়ে যেতে পারে না। মনের মধ্যে অজানা আতংক বিরাজ করে। সময়ের ব্যবধানে শারীরিক রোগে রূপ নেয়, ঠিক মতো ঘুম হয় না। খাওয়া-দাওয়ায় রুচি থাকে না। যৌন হয়রানির কথা ব্যক্ত করা নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে থাকে।

বাল্য কালের বিবাহ নিয়ে তমাসাচ্ছন্নতা

যৌন হয়রানি ফলে বাল্য বিয়ে বেড়ে যায়। অনেকে অভিভাবক এ থেকে পরিত্রাণের উদ্দেশে ছেলে-মেয়েদের অপরিণত বয়সে বিয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করে। প্ল্যান ইন্ট্যারন্যাশনাল ও আইসিডিডিআরবি এর ২০১৩ সালের জরিপ অনুযায়ী ৬৪ শতাংশ মেয়ের বিয়ে হচ্ছে ১৮ বছর হওয়ার আগে (Shantho Nurun Nobi, Prothomalo 2014)।

যৌন হয়রানি সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলাম মানুষের জীবনীশক্তিকে নিয়ন্ত্রণের শিক্ষা দেয়, যাতে যৌনতা সংশ্লিষ্ট অপরাধ প্রতিরোধ করা যায়। পরিবার ও পারিবারিক জীবন হচ্ছে সমাজ জীবনের ভিত্তি। ইসলাম পারিবারিক ব্যবস্থার সঠিক ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করে। পারিবারিক জীবনের সৌন্দর্যই সুস্থ সুন্দর ও সুখী আদর্শ মানুষ গঠনের প্রধান হাতিয়ার।

ইসলামে ব্যভিচারকেই শুধু নিষিদ্ধ করা হয়নি, বরং ব্যভিচারের নিকটে যায় বা ব্যভিচারের পথ খুলে দিতে পারে– এমন সকল কর্মই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾

আর যিনার নিকটবর্তীও হয়ো না। নিশ্চয় তা অশ্লীলতা ও খারাপ পথ (Al-Quran: 17:32)।

আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন,

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾

আর প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে হোক, অশ্লীল কাজের নিকটেও তোমরা যাবে না (Al-Quran: 6:151)।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾

যখন তারা কোনো অশ্লীল আচরণ করে তখন বলে, 'আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের এরূপ করতে দেখেছি এবং আল্লাহও আমাদেরকে এরূপ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।' বল, আল্লাহ কখনোই অশ্লীল আচরণের নির্দেশ দেন না। তোমরা কি আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলছ যা তোমরা জান না? (Al-Quran:7:28) ।

আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সা. বলেন,

فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ وَالأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الاِسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلاَمُ وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى.

চক্ষুদ্বয়ের ব্যভিচার দেখা, কর্ণদ্বয়ের ব্যভিচার কথা শোনা, জিহবার ব্যভিচার কথা বলা, হাতের ব্যভিচার স্পর্শ করা, পায়ের ব্যভিচার পদক্ষেপ, অন্তরের ব্যভিচার কামনা... (Muslim, ND. 6925) ।

উপরিউক্ত হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয়, শুধুমাত্র দৈহিক মিলনই যিনা নয়; বরং এ লক্ষে যাবতীয় কাজই এক প্রকার যিনা।

ইসলামে যৌন শিক্ষার স্বরূপ

যৌনকাঙ্ক্ষা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। যৌন শিক্ষায় রয়েছে ইসলামের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা, যা অন্যান্য দর্শন থেকে আলাদা। বর্তমানে যৌনাকাঙ্ক্ষা পূরণে নানাবিধ উপায় অবলম্বন করা হচ্ছে, যার অধিকাংশই ইসলামী আইনসম্মত নয়। ফলে যৌন হয়রানির মতো জঘন্য অপরাধ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, ছড়িয়ে পড়ছে নানা

মানসিক ও শারীরিক রোগ-ব্যাধি, অথচ ইসলামে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নীতিমালা রয়েছে। ইসলাম প্রাকৃতিক প্রেরণা ও সহজাত প্রবৃত্তিকে পবিত্র সাব্যস্ত করে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে মানবতাকে মুক্তির শিক্ষা দেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ﴾

নারী, সন্তান, রাশিকৃত স্বর্ণরৌপ্য আর চিহ্নিত অশ্বরাজি, গবাদিপশু এবং ক্ষেত-খামারের প্রতি আকর্ষণ মানুষের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে। এসব দুনিয়ার জীবনের ভোগ্য বস্তু। আর আল্লাহ, তাঁরই নিকট রয়েছে উত্তম আশ্রয়স্থল (Al-Quran:3:14)।

উপরিউক্ত আয়াতের আলোকে বলা যায়, মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি ইসলাম কর্তৃক স্বীকৃত। ইসলামে আনন্দ উপভোগে উৎসাহিত করা হয়েছে, তবে তা হতে হবে শরীয়তসম্মত। ইসলাম যৌন স্পৃহাকে নির্মূল বা দমন করার পরিবর্তে তা চরিতার্থ করার যথোপযুক্ত ও যুক্তিসঙ্গত সুযোগ না হওয়া পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণে রাখতে নির্দেশনা দেয়। এ নির্দেশনার অনুসরণেই রয়েছে প্রভূত কল্যাণ ও শান্তিময় পরিবার ও সমাজ গঠনের সর্বোৎকৃষ্ট উপায়।

ইসলাম যৌনতার বাস্তবতাকে স্বীকার করে; তবে পাশবিক বিশৃঙ্খলাকে স্বীকার করে না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (٢٣) وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾

সে (ইউসুফ আ.) যে স্ত্রীলোকের গৃহে ছিল সে তার হতে অসৎকর্ম কামনা করল এবং দরজাগুলি বন্ধ করে দিল ও বলল, 'আস।' সে বলল, 'আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি, তিনি আমার প্রভু; তিনিই আমার থাকার উৎকৃষ্ট সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন। নিশ্চয় সীমালংঘনকারীরা সফলকাম হয় না। সে রমণী তো তাঁর প্রতি আসক্ত হয়েছিল এবং সেও তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ত যদি না সে তার প্রতিপালকের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করত। আমি তাকে মন্দ কর্ম ও অশ্লীলতা হতে বিরত রাখার জন্য এভাবে নিদর্শন দেখিয়েছিলাম। সে তো ছিল আমার বিশুদ্ধচিত্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত (Al-Quran: 12:23-24)।

উক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইসলামে যৌনতা বিষয়টি অপ্রকাশিত নয় বরং এটি নিয়ন্ত্রিত। এ আয়াত থেকে এও প্রামাণিত যে, এরকম পরিস্থিতিতে বাঁচার প্রধান উপায় হলো– আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা।

প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করাই ইসলামের মূল লক্ষ্য। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

যারা মো'মেনদের মাঝে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে, তাদের জন্যে আছে দুনিয়া ও আখিরাতের মর্মন্তুদ শাস্তি এবং আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না (Al-Quran: 24:19)।

ইসলাম যৌনতাকে নিয়ন্ত্রণের নির্দেশনা দেয়। মানুষের কার্যক্রম সার্বক্ষণিক রেকর্ড করা হয়। আব্দুল্লাহ ইবনু উমর রা. হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সা. প্রত্যেককেই নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে ইরশাদ করেন,

أَلا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ،

জেনে রেখো! তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব ইমাম হলেন দায়িত্বশীল, তিনি তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন। পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল; তিনি তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন। নারী তার স্বামীর পরিবার, সন্তান-সন্ততির দায়িত্বশীল তিনি তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন। কোন ব্যক্তির খাদেম তার মালিকের সম্পদের দায়িত্বশীর; সে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে (Al-Bukhārī, 1987, 1/340)।

উপরিউক্ত হাদীসের আলোকে বলা যায়, সকল স্তরের মানুষই কোনো না কোনোভাবে দায়িত্বশীল। তাই দায়িত্বশীল হিসেবে অশ্লীলতার প্রসার হয়– এমন কার্যক্রম থেকে বেঁচে থাকা প্রত্যেকের জন্যই আবশ্যক। ইসলামের এ শিক্ষা যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমেই যৌনতা সংশ্লিষ্ট অপরাধ তথা যৌন হয়রানিমুক্ত সমাজ গঠন করা সম্ভব।

যৌনাচারের উদ্দেশ্য ও সীমা

ইসলাম মানুষের জীবনীশক্তিকে নির্মূলের নির্দেশনা দেয়নি; বরং এ শক্তি চরিতার্থ করার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও সীমারেখা টেনে দিয়েছে। যৌনাচারের উদ্দেশ্য হলো, বিয়ের মাধ্যমে যৌন অধিকার প্রতিষ্ঠা, মানব বংশ বৃদ্ধির ধারাবাহিকতা বজায় রাখা এবং চরিত্র পবিত্র রাখা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾

হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন ও যিনি তা হতে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেন, যিনি তাদের দুইজন হতে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দেন; এবং আল্লাহকে ভয় কর যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচঞা কর এবং সতর্ক থাক জ্ঞাতিবন্ধন সম্পর্কে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন (Al-Quran: 4:1)।

প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়েদের বিয়ের ব্যবস্থার ব্যাপারে নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

তোমাদের মধ্যে যারা আইয়্যিম (যে পুরুষের স্ত্রী নেই অথবা যে নারীর স্বামী নেই) তাদের বিবাহ সম্পাদন কর এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরও। তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দিবেন; আল্লাহ তো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ (Al-Quran: 24:32)।

উপরিউক্ত আয়াতসমূহের আলোকে বলা যায়, ইসলামে যৌন কর্মকাণ্ডকে বিবাহের সাথেই সম্পৃক্ত করা হয়েছে, যা শালীনতা ও সতীত্ব রক্ষার সুনির্দিষ্ট ও বিধিবদ্ধ পন্থা। এর মাধ্যমে যৌন আকাঙ্ক্ষা পূরণ, বংশবিস্তার, সংরক্ষণ ও মানব প্রজাতির উৎপাদন সুনিশ্চিত হয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ﴾

আর আল্লাহ তোমাদের হতে তোমাদের জন্য জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের যুগল হতেই তোমাদের জন্য পুত্র-পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছেন (Al-Quran:16:72)।

বিবাহের মাধ্যমে মানব বংশের সংরক্ষণ করা যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا﴾

এবং তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পানি হতে; অতঃপর তিনি তার বংশগত ও বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন। তোমার প্রতিপালক সর্বশক্তিমান (Al-Quran: 25:54)।

বিয়ের দ্বারা নারী-পুরুষের পারস্পরিক মহব্বত সৃষ্টি হয়, ভালবাসার দাবী পূরণ ও যৌন তৃপ্তি লাভের মাধ্যমে মানব বংশ বিস্তার সম্ভব হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾

আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতেই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সংগিনিদেরকে যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে (Al-Quran: 30:21)।

সুতরাং বলা যায়, যৌন চাহিদাকে পূরণ করা, পরিচ্ছন্ন ও কলুষমুক্ত জীবন গঠন, প্রশান্তি ও স্থিতিলাভে বিয়ের গুরত্ব অপরিসীম। এর মাধ্যমে যৌন হয়রানিসহ এ সংক্রান্ত অপরাধ প্রতিরোধ সম্ভব।

ইসলামী আইনে যৌন হয়রানির শাস্তি

যৌন হয়রানি কঠিনতম কবীরা গোনাহ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ইসলাম মানুষের সম্মান ও মর্যদা রক্ষায় এসব অপরাধের মূলোৎপাটনে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের পাশাপাশি প্রতিরোধের লক্ষে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করেছে। এটি হুদুদ তথা দণ্ডবিধির আওতাভুক্ত অপরাধ নয়। তাই যদি পুরুষ মহিলাকে, মহিলা পুরুষকে, যুবক বৃদ্ধকে যৌন হয়রানি করে এরূপ অপরাধীকে ইসলামী আদালতে প্রেরণ করা

হবে এবং বিচারক যে শাস্তি উপযুক্ত মনে করবেন সেরূপ শাস্তি আরোপ করবেন (Utibi, 1430H)। যৌন হয়রানির শাস্তির বিধান সম্পর্কে ড. শাওকী বলেন, যৌন হয়রানি ইসলামী আইন দ্বারা নিষিদ্ধ একটি বড় পাপ এবং আইন দ্বারা দণ্ডনীয় অপরাধ। এসব অপরাধের শাস্তি সংশ্লিষ্ট বিচারক নির্ধারণ করবেন। বিচারক অপরাধের ধরন অনুযায়ী দেশ ত্যাগ, মৃত্যুদণ্ড, অর্থদণ্ড, কারাদণ্ড কিংবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করতে পারেন (elbalad.news, 2022)।

প্রচলিত আইনের দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর ৫০৯ ধারায় ইভটিজিং তথা যৌন হয়রানি সম্পর্কে বলা হয়েছে- এই ধারা অনুযায়ী যদি কেউ অপরাধ করে এবং তা প্রমাণিত হয় তবে সে ব্যক্তি ১ বৎসর পর্যন্ত যে কোনো মেয়াদের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডেই দণ্ডিত হতে পারেন (lawstudybd.com, 2022)। একই আইনের ২৯৪ ধারা অনুযায়ী যদি কেউ এই অপরাধ করে, তাহলে সে ব্যক্তি ৩ মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। তাছাড়া একই আইনের ৩৫৪ ধারায় বলা হয়েছে- যদি কোনো ব্যক্তি কোনো নারীর শালীনতা নষ্ট করার অভিপ্রায়ে বা শালীনতা নষ্ট হতে পারে জেনেও তাকে আক্রমণ করে বা অপরাধমূলক বল প্রয়োগ করে তাহলে সে ব্যক্তি ২ বৎসর পর্যন্ত যে কোনো বর্ণনার কারাদণ্ডে বা জরিমানাদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন (Ibid.)। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ অধ্যাদেশের ৭৫ ও ৭৬ ধারায় ইভটিজিং এর বিষয়ে বলা হয়েছে-৭৫ ধারা অনুযায়ী সমাজে অশালীন বা উচ্ছৃঙ্খল আচরণের শাস্তি হিসেবে ৩ মাস মেয়াদ পর্যন্ত কারাদণ্ড বা ৫০০ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডের বিধান রয়েছে। ৭৬ ধারা অনুযায়ী শাস্তি ১ বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদণ্ডে অথবা ২ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন (Ibid.)। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০-এর ১০ ধারা অনুযায়ী যদি কোনো ব্যক্তি অবৈধভাবে তার যৌন কামনা চরিতার্থ করার উদ্দেশে তার শরীরের যে কোন অঙ্গ বা কোনো বস্তু দ্বারা কোন নারী বা শিশুর যৌন অঙ্গ বা অন্য কোনো অঙ্গ স্পর্শ করেন বা কোনো নারীর শ্লীলতাহানি করেন তাহলে তার এই কাজ হবে যৌন পীড়ন এবং এর জন্য উক্ত ব্যক্তি অনধিক ১০ বছর কিন্তু অন্যূন ৩ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে (Ibid.)।

যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও প্রতিকারের কার্যকর পন্থাসমূহ

নারী ও পুরুষ মানব সমাজের দু'টি অপরিহার্য অঙ্গ। প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি সমাজেই নারী ও পুরুষ পরস্পরের মুখাপেক্ষী। এতদসত্ত্বেও সুদীর্ঘকাল ধরে নারীগণ নানাভাবে নিপীড়িত ও নিষ্পেষিত। নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ইসলাম প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। নারী নির্যাতন প্রতিরোধে ইসলাম প্রদত্ত নির্দেশনার যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমেই এ থেকে উত্তরণ সম্ভব। ইসলামের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষ উভয়েই মর্যাদাগতভাবে সমান। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾

আমি তো আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি (Al-Quran: 17:70)।

উপরিউক্ত আয়াতে মানুষ সম্পর্কিত ঘোষণা পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্যই সমানভাবে শাশ্বত ও চিরন্তন। মানবিক সম্মান ও মর্যাদায় নারী ও পুরুষের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। ঈমান ও আমলই মানুষের প্রকৃত মর্যাদা নির্ণয়ের সঠিক মাপকাঠি। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

মুমিন হয়ে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকর্ম করবে তাকে আমি নিশ্চয়ই পবিত্র জীবন দান করব এবং তাদেরকে তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করব। (Al-Quran: 16:97)।

উপরিউক্ত আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয়, মানব জাতির দুটি শাখার মধ্যে যে-ই কর্মের পবিত্রতার দ্বারা আমলনামা উজ্জ্বল করবে, আল্লাহ তাআলার কাছে মর্যাদা ও সফলতার প্রাপ্তি ঘটবে তারই। নারীকে কোনোভাবেই দৈহিক কিংবা মানসিক নির্যাতন ইসলামে বৈধ নয়। রাসূলুল্লাহ সা. তাঁর জীবনে কোনো দিন তাঁর কোনো স্ত্রী কিংবা কন্যার গায়ে হাত তোলেননি। নারীকে অপবাদ দিয়ে নির্যাতন ইসলামী শরীয়তে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। নারী নির্যাতন, মিথ্যা অপবাদ অত্যন্ত ভয়াবহ; যাতে খারাপ চিত্তের পুরুষগণ এসব অপকর্ম থেকে বেঁচে থাকে তাই ইসলাম তাদের জন্য তাযিরমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করেছে; যাতে এরকম অবাঞ্ছিত কর্মের সাহস কেউ না করে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

যারা সাধ্বী রমণীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি কশাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না; এরাই তো সত্যত্যাগী (Al-Quran: 24:4)।

ইসলাম নারীর শিক্ষা অর্জনের অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, স্বাধীন চিন্তা ও মত প্রকাশের অধিকার ইত্যাদির নিশ্চয়তা বিধানের পাশাপাশি সকল জায়গায় নারী-পুরুষ সবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় কর্মসূচী প্রণয়ন করেছে। নিম্নে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও প্রতিকারের কার্যকর কিছু কর্মসূচী ও পন্থা নিয়ে আলোচনা করা হলো।

ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা

ধর্মীয় অনুশাসনেই প্রকৃত মুক্তি নিহিত। সর্বজনীন জীবনব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম নির্দেশিত সুনির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন মেনে চলার মাধ্যমে সকল ধর্মের ও সমাজের মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা সম্ভব। বাংলাদেশে যৌন হয়রানি, নারী ও শিশু নির্যাতন, গণধর্ষণ তথা যৌনতা সংশ্লিষ্ট অপরাধ মহামারিতে রূপ নিচ্ছে। ইসলাম যৌন হয়রানি প্রতিরোধে ঘরে-বাইরে, কর্মস্থলে সর্বত্র নারী-পুরুষ, শিশুসহ সবার নিরাপত্তা বিধানের

লক্ষে নারী-পুরুষ সবার উপর পর্দা ফরয করেছে। পর্দা ফার্সী শব্দ। আরবী 'হিজাব' শব্দের অনুবাদে ফার্সী পর্দা শব্দটিই বাংলায় প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ। হিজাব অর্থ আড়াল বা আবরণ। ইসলামী পরিভাষায় হিজাব অর্থ শুধু পোশাকের আবরণই নয়, বরং সামগ্রিক একটি সমাজব্যবস্থা, যাতে নারী-পুরুষের মধ্যে যিনা ব্যভিচার প্রতিরোধে ইসলামের সর্বোত্তম নির্দেশনা হচ্ছে পর্দা প্রথার প্রচলন। এর দ্বারা সকল শ্রেণির মানুষই উপকৃত হতে পারে। আমাদের সমাজে একটি ভুল ধারণা আছে যে, শুধু নারীদেরই পর্দা রক্ষা করা ফরয অথচ এটা সর্বোতভাবেই ভুল। শুধু নারী নয়, পর্দার হুকুম সকলের জন্যই। পর্দা প্রথার ব্যাপকতা অনেক, যেমন-

ক. নর-নারী উভয়ের জন্যই পর্দা ফরয।

খ. প্রকাশ্যে-গোপনেও পর্দা ফরয। একাকী থাকাবস্থায়, যখন কেউ জানবে না শুনবে না সে অবস্থাতেও পর্দা ফরয।

গ. সরাসরি ও মাধ্যমযোগেও পর্দা ফরয। অর্থাৎ সরাসরি দেখা সাক্ষাত যেমন হারাম তেমনই কোনো মাধ্যমে গায়রে মাহরামকে দেখা হারাম।

এ প্রেক্ষিতে সর্বোত্তম হচ্ছে, নর-নারী উভয়েরই দৃষ্টি অবনত রাখা। আর নারীদের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতাস্বরূপ সৌন্দর্য প্রকাশ না করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বোরকা পরিধান করেও যদি সৌন্দর্য প্রদর্শন উদ্দেশ্য হয় তবে তাও পর্দার খিলাফ। ইসলামের এই একটি বিধান যদি সর্বোতভাবে পালন করা যায়, তবে নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, যিনা-ব্যভিচার তো দূরের কথা, এর সামান্যতম কোনো লক্ষণও সমাজে আর থাকবে না।

ইসলাম নারী-পুরুষ ও শিশুদের নিরাপত্তার সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ইসলাম সামাজিক নানা সমস্যা ইভটিজিং, ধর্ষণ, সমকামিতা ইত্যাদি নানা অপরাধ প্রতিরোধে নানা নির্দেশনা প্রদান করেছে। ঘরে-বাইরে, রাস্তা-ঘাটে শহরে-বন্দরে, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, অফিস আদালতসহ সর্ব জায়গায় নারীরা যাতে কোনো রকম যৌন হয়রানির শিকার না হয় সে ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾

(হে রাসুল) মোমেনদের বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে; এটাই তাদের জন্য উত্তম। তারা যা করে নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত। আর মুমিন নারীদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে (Al-Quran: 24: 30-31)

অপর আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ

نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿

আর মুমিন নারীদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে; তারা যেন সাধারণত প্রকাশ থাকে তা ব্যতীত তাদের আভরণ প্রদর্শন না করে, তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে, তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, আপন নারীগণ, তাদের মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যৌন কামনা-রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারও নিকট তাদের আভরণ প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন আভরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে। হে মুমিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার (Al-Quran: 24:31)।

উপরিক্ত আয়াতসমূহের আলোকে বলা যায়, যৌন হয়রানি প্রতিরোধের প্রধান উপায় হলো ইসলামী অনুশাসন।

অশ্লীলতা বর্জন

যৌন হয়রানি প্রতিরোধে ইসলামের তাৎপর্যপূর্ণ আবশ্যিকভাবে পালনীয় ঘোষণা হলো– সকল প্রকার অশ্লীলতা বর্জন। অশ্লীলতা বিস্তারের সকল পথ ও পন্থা রুদ্ধ করা গেলে যৌন হয়রানিসহ এ সংক্রান্ত অপরাধ প্রতিহত করা সম্ভব। আমাদের দেশে নানাভাবে অশ্লীলতার বিস্তার হচ্ছে যেমন- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, নাটক-সিনেমা, গান, টেলিভিশনে অশ্লীলতা বিস্তারে সহায়ক নানা অনুষ্ঠানের প্রচার, পত্র-পত্রিকা ও ম্যাগাজিনে অশ্লীল ছবি ও অশ্লীল গল্প উপন্যাস, সুন্দরী প্রতিযোগিতার আয়োজন, ফ্রেন্ডশিপ সংস্কৃতি, নানা দিবস উদযাপনে অশালীনভাবে চলাফেরা যেমন- ভ্যালেন্টাইন ডে, থার্টি ফার্স্ট নাইট, অশ্লীল সাহিত্য, পর্ণগ্রাফি ইত্যাদি। আমাদের দেশের অনেকেই এসবের প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। অথচ অশ্লীলতা বিস্তারে সহায়ক সকল কার্যক্রম ইসলামে সম্পূর্ণরূপে হারাম। অশ্লীলতার ব্যাপকতায় মানবজীবনে প্রভাব পড়ে এবং অনেকেই প্রবৃত্তির অনুসারী হয়ে যৌন হয়রানিসহ এ সম্পর্কিত অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। জঘন্য এ পাপের জন্য আখেরাতে রয়েছে ভয়ঙ্কর শাস্তি আর দুনিয়াতে রয়েছে ভয়াবহ গযব। এ প্রসঙ্গে আব্দুল্লাহ ইবনু উমর রা হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন,

لَمْ تَظْهَرْ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلَّا فَشَا فِيهِمْ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمْ الَّذِينَ مَضَوْا

যখন কোনো জাতির মধ্যে অশ্লীলতা এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে, তারা প্রকাশ্যে অশ্লীলতায় লিপ্ত হতে থাকে, তখন তাদের মধ্যে এমন সব রোগব্যাধি ছড়িয়ে পড়ে, যা তাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে প্রসারিত ছিল না (Ibn Mazah N.D. 4019)।

রাসূলুল্লাহ সা. প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন তা আজ বাস্তবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। অশ্লীলতার প্রসারের কারণে এইডস নামক ভয়াবহ রোগসহ নানা ধরনের মহামারী দেখা দিয়েছে, যা ইতঃপূর্বে ছিলো না। আল্লাহর গযব থেকে বাঁচতে হলে গযবের কারণ রোধ করতে হবে। কিন্তু আজ এইডস প্রতিরোধের নামে বেহায়াপনা উস্কে দেয়া হচ্ছে। এইডস বিরোধী প্রচারণার নামে উস্কানিমূলক প্রচারণা, প্রজনন স্বাস্থ্যের নামে উস্কানিমূলক তথ্য আলোচনা, ব্যভিচার বিরোধী মনোভাব হালকা করার প্রয়াসে প্রচারিত আলোচনাসহ এসব কার্যক্রমের কারণে আল্লাহর গযব নাযিল হয় এবং এইডসসহ নানা মহামারী ছড়িয়ে পড়ে। অশ্লীলতার ব্যাপকতাই যৌন হয়রানি, ব্যভিচার ও ধর্ষণের প্রধান কারণ, যা মানুষকে পশুর ন্যায় উত্তেজিত করে, যিনা-ব্যভিচারের প্রতি প্ররোচিত করে এবং হিংস্র করে তোলে। সুতরাং অশ্লীলতার সুযোগ বন্ধ না করে অন্য যে পন্থাই অবলম্বন করা হোক না কেন, তা কাজে আসবে না। পারিবারিক সম্পর্কের বাইরে নারী-পুরুষের ভালবাসার কারণে পরিবার গঠন ও সংরক্ষণ অসম্ভব হয়ে পড়ে।

শালীনতা

শালীন শব্দটি বিশেষণ। এর আভিধানিক অর্থ- লজ্জাশীল; নম্র, ভদ্র, রুচিশীল, বিনয়ী, সুন্দর (Shorif, 2002, 520)। শালীনতা বলতে আচার-আচরণে, কথাবার্তায়, বেশভূষায়, চালচলনে সভ্য ও মার্জিত পন্থা অবলম্বন করাকে বোঝায়। শালীনতা মানুষকে অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে। যৌন হয়রানি প্রতিরোধে শালীনতার গুরুত্ব অপরিসীম। শালীন পোশাক-পরিচ্ছদ সৌন্দর্যের প্রতীক। অশালীন পোশাক-পরিচ্ছদ ও আচরণ সমাজে বিপর্যয় ডেকে আনে। নৈতিক চরিত্রের অবক্ষয় ঘটায়। ইসলামী জীবন বিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ও অপার সৌন্দর্য হলো শালীনতা বা সৌজন্যবোধ। কথাবার্তায়, চালচলনে, পোশাক-পরিচ্ছদে, মেলামেশায় শালীনতা হলো আল্লাহর বেঁধে দেয়া সীমা। অশালীন কথা ও পোশাক পরিহার করা, অশ্লীল সম্পর্ক না রাখা, বেহায়াপনা বর্জন করা, সুন্দর ও শোভন কথা বলা এর অন্তর্ভুক্ত। নৈতিক অধঃপতন এমন এক সমস্যা, যা মানব জাতির ধ্বংস ডেকে আনে। মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত হওয়ার নেপথ্যে তার উন্নত চরিত্র নিঃসন্দেহে সর্বাধিক প্রভাবক বিষয়। ইসলাম তাই মানুষকে সুন্দর নৈতিক চরিত্র গড়ে তোলার নির্দেশনা দিয়েছে। নীতি ও চরিত্রহীনতার সমস্যা থেকে মুক্তি লাভের জন্য ইসলাম মানুষকে নবী-রাসুলগণের আদর্শে এবং আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হওয়ার আদেশ দিয়েছে। ব্যভিচার, মদপান, জুয়াখেলা প্রভৃতি অশ্লীল কাজের মূলোচ্ছেদ করে ইসলাম মানুষের সম্ভ্রম ও সম্মানকে সব দিক দিয়ে নিরাপদ করে তুলেছে। এ ব্যাপারে কুরআন মাজীদে বিভিন্ন সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে, যা অশ্লীলতা বেহায়াপনার মূলোচ্ছেদে মূলনীতি হিসেবে কাজ করে। নারী-পুরুষ উভয়েরই শালীন পোশাক পরিধান করা জরুরী। যৌন হয়রানির জন্য অশালীন পোশাক পুরোপুরি দায়ী না হলেও একেবারে যে দায়ী নয় তা কিন্তু বলা যায় না। পোশাকের মাধ্যমেও শালীনতাবোধের প্রকাশ ঘটে। ইসলামের স্বর্ণযুগে পরিলক্ষিত হয়, নারীরা সুদূর বাগদাদ থেকে মক্কা নগরীতে একাকী গমন করলেও তাদের কেউ উত্ত্যক্ত করত না।

চলাফেরায় সচেতনতা

ইসলাম নারীদের সম্মান-মর্যাদা এবং তাদের সুরক্ষিত রাখার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে। তাই যেসব ক্ষেত্রে তাদের সম্মান-মর্যাদা বা সুরক্ষা বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সে ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়তের রয়েছে বিশেষ বিধান। ইসলামী শরীয়তের সাধারণ বিধান হলো. স্বামী বা মাহরাম ছাড়া নারীদের একাকী সফর করা জায়িয নয়। ইবনু উমর রা. থেকে বর্ণিত, "নবী সা. বলেন,

لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ ثَلاَثِ لَيَالٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ،

মাহরামকে সঙ্গে না নিয়ে কোনো নারী তিন দিন দূরত্বের পথে সফর করবে না। (Muslim, ND. 3324)।

আবু সাঈদ আল খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন,

« لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلاَّ وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوِ ابْنُهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا،

যে নারী আল্লাহ এবং আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে, তার জন্য নিজের বাবা, ছেলে, স্বামী, ভাই বা অন্য কোনো মাহরামকে সঙ্গে না নিয়ে তিনদিন বা ততোধিক দূরত্বের পথ সফর করা বৈধ নয় (Muslim, ND. 3334)।

এ বিষয়ে পরিচালিত বিভিন্ন জরিপে প্রতীয়মান হয়, নারীরা একাকী চলার সময়ই বেশি যৌন হয়রানির শিকার হয়। তাই একাকী চলার ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশনার আলোকে মাহরাম পুরুষ তথা, বাবা, ভাই অথবা স্বামী সঙ্গে থাকা প্রয়োজন। বর্তমান প্রেক্ষাপটে সর্বাবস্থায় ঘরের বাইরে নারীদের একা একা যাতায়াত করা উচিত নয়। তাই যৌন হয়রানির মতো সামাজিক ব্যাধি নিঃশেষ করতে হলে প্রয়োজন সচেতনতা, সামাজিক প্রতিরোধ ও আইনের যথাযথ প্রয়োগ।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসহ মোবাইল, ইন্টারনেট ও কম্পিউটারের অপব্যবহার প্রতিরোধ

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসহ মোবইল ফোন, কম্পিউটার, ল্যাপটপ ইত্যাদি ডিভাইসের অপব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ সালে বিবিসি বাংলায় প্রকাশিত এক রিপোর্টে দেখা যায়, বিশ্বজুড়ে প্রতিদিন ১ লাখ ৭৫ হাজার শিশু প্রথমবারের মতো ইন্টারনেট ব্যবহারকারী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে (bbc.com, 2018)। ইন্টারনেট ব্যবহার করে নানাবিধ পর্ণোগ্রাফি ও অশ্লীল ভিডিও দেখে কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী অতিমাত্রায় যৌনতায় আসক্ত হয়ে পড়ছে। ইন্টারনেটের বিভিন্ন সাইটে পর্ণ ভিডিও, অশ্লীল বিজ্ঞাপন সহজেই ডিভাইসের স্ক্রিনে চলে আসে। ফেইসবুক, ইমো ও ইউটিউবে যৌন উত্তেজনা উদ্রেককারী বিভিন্ন অশ্লীল বিজ্ঞাপন ও ভিডিও ইত্যাদির ব্যাপকতা এতই বেশি যে, সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় এসব ডিভাইস ও ইন্টারনেটের অপব্যবহারই যৌনতা সংশ্লিষ্ট অপরাধের অন্যতম উৎস। তাই এসব ডিভাইস ব্যবহারে সচেতনতা অবলম্বন এবং ইন্টানেটের অপব্যবহার প্রতিরোধ বর্তমান সময়ের দাবি।

আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করা

প্রচলিত আইনে যে শাস্তির বিধান আছে এসব আইনের প্রয়োগসহ আরো কঠোর শাস্তির বিধান করে তা বাস্তবায়ন করতে হবে। যৌন হয়রানি স্পষ্টভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন। তাই এ অপরাধের জন্য মানবাধিকার লঙ্ঘনের শাস্তির ব্যবস্থাসহ সরকারকে তা বাস্তবায়ন করতে হবে। এসব অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে তা ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে, যাতে অন্যরাও সচেতন হয়। আত্মহত্যা বা লোকলজ্জা কোনো সমাধানের পথ নয়। তাই ইভটিজিং এর প্রতিবাদে আত্মহত্যা নয়; বরং কঠিন প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। এজন্য প্রয়োজন প্রত্যেক এলাকায় প্রতিরোধ কমিটি গঠন করে চিহ্নিত অপরাধীদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা। আল্লাহর ভয়ই মানুষকে পরিপূর্ণ সততার দিকে নিয়ে আসে। মানুষ যখন বিশ্বাস করে যে, এসব অপরাধের জন্য রয়েছে দুনিয়াতে লানতের জীবন এবং আখিরাতে ভয়াবহ আযাব আর এসব থেকে বিরত থাকলে আল্লাহ অবশ্যই দুনিয়া ও আখিরাতে করেন পুরস্কৃত, তখন সে খুব সহজেই যৌন হয়রানিসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজ থেকে আত্মরক্ষা করে।

সুপারিশ

যৌন হয়রানি প্রতিরোধে সমাজের সব স্তরের মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা জরুরী। ইসলামী আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন ও ব্যক্তি জীবনে এর অনুসরণের মাধ্যমেই যৌন হয়রানি প্রতিরোধ সম্ভব। যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও ইসলামী আইনে এর প্রতিকার: বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত" শীর্ষক গবেষণান্তে নিম্নরূপ সুপারিশ পেশ করা যেতে পারে:

১. যৌন হয়রানি একটি জঘন্য ও শাস্তিমূলক অপরাধ। ইসলামী আইনে এসব অপরাধের মূলোৎপাটনে রয়েছে যথাযথ নির্দেশনা। তাই এ সম্পর্কিত আইন ও এর প্রয়োগ সম্পর্কে সমাজকে সচেতন ও সংগঠিত করা আবশ্যক।

২. নারী-পুরুষ উভয়েই শালীন পোশাক পরিধান করা জরুরী। অশালীন পোশাক যৌন হয়রানিকে উস্কে দেয়। শালীন পোশাক পরিধান ও শালীনতা যৌনতা প্রতিরোধে সহায়ক।

৩. পর্দা প্রগতির অন্তরায় নয়; বরং নারী ও পুরুষের নৈতিক চরিত্রের হিফাযত করা এবং পারিবারিক ব্যবস্থাকে সুরক্ষিত ও সুদৃঢ় করাই এর অন্যতম লক্ষ। তাই নারী-পুরুষ সবাইকে পর্দা সম্পর্কিত ইসলামের নির্দেশনার যথাযথ অনুসরণ আবশ্যক।

৪. অশ্লীলতা বিস্তারে সহায়ক কার্যক্রম যেমন- দেয়ালে নগ্ন পোস্টার, ফুটপাতে অশ্লীল ছবি সম্বলিত বই ক্রয়-বিক্রয়, পত্র-পত্রিকায় নগ্ন ছবির প্রকাশ, অশ্লীল ছায়াছবি প্রদর্শন, সিনেমায় খলনায়ক কর্তৃক নারীকে জোরপূর্বক ধর্ষণের দৃশ্য, ইন্টারনেটে প্রচারিত অশ্লীল সাইটসহ অশ্লীলতা বিস্তারে সহায়ক সকল কার্যক্রম বন্ধ করা আবশ্যক।

৫. পরিবারই হলো সমাজ জীবনের মূল ভিত্তি। পরিবারেই তৈরী হয় মূল্যবোধ, ধারণা, বিশ্বাস ও নৈতিকতার মূল ভিত্তি। তাই প্রত্যেক পরিবার প্রধানদের উচিত

পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের কার্যক্রম মনিটরিং করা, যাতে করে কোনো সদস্য যৌন হয়রানির মতো জঘন্য অপরাধে জড়িয়ে না পড়ে।

৬. যৌন হয়রানি সম্পর্কিত আইনের যথাযথ প্রয়োগেই এ সম্পর্কিত অপরাধের প্রতিকার ও প্রতিরোধ সম্ভব। তাই যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও প্রতিকার সম্পর্কিত আইন যথাযথভাবে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জন্য অত্যাবশ্যক।

৭. জবাবদিহিতাই চরিত্রবান হতে সহায়তা করে। যৌন হয়রানির জন্য আখেরাতে জবাবদিহিতার বিষয়টি উপস্থাপন যৌন হয়রানি নির্মূলে সহায়ক হতে পারে। এক্ষেত্রে সমাজের জ্ঞানী-গুণী বুদ্ধিমান ব্যক্তিবর্গকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

৮. চারিত্রিক অবক্ষয় রোধের অনুপম হাতিয়ার বিয়ে। আদর্শ পরিবার গঠন, জৈবিক চাহিদা পূরণ ও মানবিক প্রশান্তি লাভের প্রধান উপকরণ হলো বিয়ে। তাই ছেলে-মেয়েকে উপযুক্ত সময়ে বিয়ের ব্যবস্থা করা প্রত্যেক অভিভাবকের জন্যই আবশ্যক।

উপসংহার

ইসলাম যৌন স্পৃহাকে নির্মূল বা দমন করার পরিবর্তে তা চরিতার্থ করার যথোপযুক্ত ও বিধিসম্মত সুযোগ না হওয়া পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণের নির্দেশনা দেয়। অবাধ যৌনতা ও যৌন হয়রানি প্রতিরোধে ইসলামের নির্দেশনা অনুসরণেই রয়েছে প্রভূত কল্যাণ। ইসলামের লক্ষ জীবনের আনন্দ ও ফূর্তি থেকে মানুষকে বঞ্চিত করা নয়। বরং সুষ্ঠুভাবে জীবনযাপনের জন্য মানুষকে উপযুক্তরূপে গড়ে তোলে শান্তিময় ও সবার জন্য নিরাপদ সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, যে জনগোষ্ঠী কুপ্রবৃত্তি ও জৈবিক লালসাকে নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম হয়ে পড়ে তাদের জীবনে নেমে আসে সীমাহীন লাঞ্ছনা, বঞ্ছনা ও অপমান। তাই ইসলামী অনুশাসনই হতে পারে নারী নির্যাতন ও যৌন হয়রানি প্রতিরোধের একমাত্র উপায়। সমাজের দুর্বলের প্রতি সবলের নির্যাতন মানুষের পশুত্বের একটি প্রাচীন প্রকাশ। মায়ের জাতি নারী সমাজ আজ সমাজের নানা প্রান্তে নানা প্রকার অত্যাচার-নির্যাতনে জর্জরিত। নারী জাতি তথাকথিত আধুনিকতার সাথে তাল মিলিয়ে ইসলামী বিধানকে পাশ কাটিয়ে অপসংস্কৃতির চর্চায় উদগ্রীব; যার ফলশ্রুতিতে আইয়্যামে জাহিলিয়াতের ন্যায় এ দেশের নারী সমাজ আজও পদে পদে নির্যাতিত। সৃষ্টিগতভাবেই নারী পুরুষের চেয়ে দুর্বল। এ দুর্বলতার সুযোগে তারা বিভিন্নভাবে নির্যাতনের শিকার হয়। এ ক্ষেত্রে বেছে বেছে কেবল কয়েকজন নারীকে মন্ত্রী বানালে, কোটা করে কয়েকজন নারীকে এমপি বানালে বা চেয়ারম্যান মেম্বার বানালে এ নির্যাতন বিলোপ হবে না। রেডিও, টেলিভিশন, ইলেকট্রনিক মিডিয়া ও গণমাধ্যমে কোটি টাকার প্রচারণাতে কিংবা কঠিন ও শক্ত আইন করেও বিশেষ কোন উপকার হবে না। এ নির্যাতন বন্ধ করতে হলে সবচেয়ে বড় উপায় হলো মানুষের মধ্যে তাকওয়া বা আল্লাহ-ভীতি সৃষ্টি করা। ইসলাম নির্দেশিত পন্থায় জীবন-যাপনে অভ্যস্ত করে তোলা। ইসলামে বৈবাহিক যৌনতাকে যেমন উৎসাহিত করা হয়েছে, তেমনিভাবে বিবাহ-বহির্ভূত যৌনতাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এটা মানুষকে পশুতে পরিণত করে এবং ডেকে আনে আল্লাহর গযব। তাই ইসলামী অনুশাসন ও আইনের যথাযথ অনুসরণ অত্যাবশ্যক।

Bibliography

Al-Qurā'n al-Karīm

Al-Bukhāri, Abū 'Abdullah Muḥammad Ibn Ismā`īl, 1987, *Al-Jãmi' al-Musnad As-Ṣaḥīḥ,* Bairūt: Dār Ibn al Kathīr.

Badawī, 'Abdul Ḥamīd,1420H, *Mu'jamul Qānūn*, Cairo: Al-Ḥayātul 'Ammah.

Al Raḥīm, Muḥammad Ṣabrī 'Abd, 2020. *Mā 'Uqūba al taḥarrush fī al islām wa al Ḥukum al shar'ī lil mutaḥarrish.* Elbalad, January 05. https://www.elbalad.news/4121824

Haque, Anamul, 1992, *Bangla Academy Baboharik Bangla Obhidha*, Dhaka: Bangla Academy.

Hishām, 'Abdul Ḥamīd, 2011, *At-Taharrush al Jinsī,* Bairūt: Dārul Wasak, 1st Edition.

Ma'ūshī, Sāmia, 2021. ''Al 'Anf Ḍid Al Mara'H Fī Al Mujtma'A Al 'Irāqī Al Qadīm Fī ḍaw Al Nuṣūṣ Al Qānūniyyaক্ষক্ষ *Majalla Hirūdūt Lil 'Ulūm Al Insāniyya Al Ijtimāi'Yya.* 05:18, 53-77.

Ibn Mājah, Muhammad ibn Yajīd. ND. *Sunan.* Beirut: Dār al-Fikr.

Lawyersclubbangladesh, 2022, October 20, https://lawyersclubbangladesh.com/

Lawstudybd,2022, November 16, https://lawstudybd.com/

Lawhousebangla, 2022, November 13, http://lawhousebangla.blogspot.com

Muslim, Abū al-Ḥusain Muslim ibn al Hajjāj, ND. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Bairūt: Dār Āfāk Al Jadīd

Micosoft Encarta (2007). Microsoft Corporation. See word: eve-teasing.

Mohamanno Highcourt Podottho Nitimala, 2010. Dhaka: Bangladesh Jatio Mohila Ainjibi Somiti.

Sharif, Ahmad. 2002, *Bangla Academy Samkshipta Bangla Obhidhan*. Dhaka: Bangla Academy.

Al 'Utaibī , Sa'ūd Ibn 'Abd Al 'Āli Al Bārūdī, 1430h. *Al-Mawsū'a al Jināiyya Al-Islāmiyya.* Riyāḍ: Dār al Tadamuria 1st Edition।

wikipedia.2021, March 03, https://bn.wikipedia.org/wiki. .

Siddiqui, Zillur Rahman, 1993. *Bangla Academy English-Bangali Dictionary,* Dhaka: Bangla Academy.

News paper

newsbangla24. 2022, https://www.newsbangla24.com.

dbc.news, August 5, 2020, https://www.dbcnews.tv.

The Daily Prothom Alo, Mar. 23, 2021; April 10, 2022; Oct. 18, 2022; Nov.29, 2022.

Jagonews24, Mar. 13, 2021.

Daily Kaler Kantho, Mar. 18, 2021.

dw.com, Mar. 22, 2021.

Jugantor, Mar. 22 2021.

dw.com, Mar. 23, 2021.

Daily Ittefaq, Mar. 05, 2022.

Bangla Tribune, Mar. 22, 2021; May 10, 2022

Daily Naya Diganta, May 28, 2022.

Dhakapost, October 08. 2022. https://www.dhakapost.com/national/101917.

Bd-pratidin, Oct 17, 2022.

Ajker Patrika, Oct. 17, 2022.

bbc.com, 2022, October 24, https://www.bbc.com/bengali/new.

banglanews24, Feb. 26, 2022, https://www.banglanews24.com/national/news/bd/914586.

abnews.24, Dec. 28,2021. www.abnews24.com/country-news/167045